بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনের ফেলথামস্থ বাইতুল ওহীদ মসজিদে প্রদত্ত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২-এর (২৪ তবলীগ, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (সূরা আল্ জিন্: ১৯)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০)

এই আয়াত দ্বয়ের অনুবাদ হচ্ছে: এবং মসজিদ সমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে ডেকো না। এটি সূরা জিন্ এর আয়াত। পরবর্তী আয়াত সূরা আ'রাফে থেকে নেয়া যার অনুবাদ হল, তুমি বল, আমার প্রভূ-প্রতিপালক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ও যে, তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (উপস্থিতির সময়) নিজেদের মনোযোগ (আল্লাহ্‌র দিকে) নিবদ্ধ রেখো এবং পুরো আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তাঁকে ডাক। তিনি যেভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবে (মৃত্যুর পর তাঁর দিকে) ফিরে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করে আজ আমরা এর উদ্বোধন করার সুযোগ লাভ করছি। সকলের জ্ঞাতার্থে বলছি, এ অঞ্চলকে ফেলথাম বলা হয় যা হন্সলো এর নিকটে অবস্থিত। এটি আঞ্চলিক মসজিদ। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের এটি যৌথ মসজিদ বরং এখানকার রিজিওনাল আমীর সাহেবের কথায় মনে হল, এটি তাদের জামে মসজিদ হবে। আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত এ অঞ্চলের এটিই বড় মসজিদ যেখানে মানুষ দৈনিক নামায এবং জুমুআর জন্য আসবেন। আর এটিই মসজিদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের সর্বত্র মানুষ মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করবে, আমি এই দোয়াই করি যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছার বাস্তবায়ন এবং প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে আমাদের মসজিদ ইসলাম ও আহমদীয়া জামাতের পরিচয়ের কারণ হয় এবং তবলীগের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় বরং বিশ্ববাসী প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা জানতে

পারে। কারণ বর্তমান যুগে কেবল আহমদীয়া জামাতই একমাত্র জামাত যারা খাঁটি ইসলামকে পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারে। মসজিদ নির্মাণ করা আমাদের জন্য আর একটি কারণেও গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, হাদীসে আছে, হযরত আয়শা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বরং নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা প্রত্যেক গোত্রে, বা প্রত্যেক পাড়ায় বা বাড়ীতে মসজিদ বানাও। সে যুগে মানুষ সাধারণত গোত্রবদ্ধভাবে মহল্লা বা পাড়ায় বসবাস করত। বরং আজকালও আপনারা দেখবেন, বিভিন্ন জাতির মানুষ বিভিন্ন দেশে গিয়ে একই অঞ্চলে একত্রে বসবাস করতে পছন্দ করে। চীনারা যেখানেই যায় 'চায়না টাউন' আবাদ করে। যাহোক এই হাদীসে আছে, প্রত্যেক এলাকায় মসজিদ বানাও এবং মসজিদগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ রয়েছে। বিশেষ করে আহমদী মুসলমানদের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম যেন সমষ্টিগত ইবাদতের জন্য একটি পরিষ্কার পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্থানের ব্যবস্থা করা যায়, এর বিশেষ আয়োজন হয়। একই সাথে আজকাল যখন ইসলামের বিরুদ্ধে অগণিত ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে এমন সময় ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা যেন মানুষের সামনে তুলে ধরা যায়। এতদাঞ্চলে যদিও সাউথ হল ও হন্সলোতে আমাদের কেন্দ্র আছে আর আমাকে বলা হয়েছে, এছাড়া আরো কয়েকটি কেন্দ্র আছে যেখানে নামাযের সময় সবাই সমবেত হন, জামাতের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিও সেখানে করা হয়, বহিরাগতদের নিয়েও অনুষ্ঠানাদি করা হয় কিন্তু পরিকল্পিত (যথারীতি) মসজিদ থাকলে অবশ্যই আরো নতুন নতুন পথ খুলে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অত্র অঞ্চলের 'হেয' জামাতও মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং আগামী সপ্তাহে এর শুভ উদ্বোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যে মসজিদ থেকে এখন খুতবা দেয়া হচ্ছে যদিও এটি পারপাস বিল্ট মসজিদ নয় বা বিশেষভাবে মসজিদের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি, একটি অফিস ভবনকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছে। একইভাবে হেযেও কমিউনিটি সেন্টারকে মসজিদের রূপ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব মসজিদকে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে পরিণত করুন এবং আমাদের ঈমানের উন্নতির কারণ হোক। ঈমানের উন্নতির বিষয়টি প্রতিটি মসজিদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। মসজিদের গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্যের প্রতি তোমাদের কতটা লক্ষ্য রাখা উচিত তা আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

যাহোক এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মসজিদ এমন স্থান যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার জন্য । এখানে যারা আসবে তারা যেন একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে আসে এবং মসজিদে যেন কখনো কুফর,(অবিশ্বাস) শির্ক(অংশীবাদিত্ব) এমনকি বৈষয়িক কোন কথাবার্তাও না হয়। এজন্যই মহানবী (সা.) ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা এমনকি হারানো বিজ্ঞপ্তি দিতেও বারণ করেছেন। তবে হ্যা! আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের পর যেসব বিষয়ের অনুমতি রয়েছে তা হল, আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ, জগদ্বাসীকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করার পরিকল্পনা করা এবং তদনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করা, আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণের উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা এবং সে উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। পঠিত প্রথম আয়াতটি হলো فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, আমরা সাধারণত জগদ্বাসীকে এ কথা বলে থাকি, আমাদের মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত। এর

একটি অর্থ হল, একজন মানুষ সে যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক বা নাস্তিক হোক বা সে যা-ই হোক না কেন এখানে আসতে পারে, আসে এবং তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানও হয়। কিন্তু আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার এ আদেশ স্মরণ রাখতে হবে, মসজিদ কেবল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের স্থান। আমরা যদি অন্য কোন ধর্মাবলম্বিকে ইবাদতের অনুমতি দেই তবে তা হতে হবে শুধু আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ। কেননা প্রতিটি ধর্মেই এক খোদার বিশ্বাস পাওয়া যায়। অতএব যতটা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অংশ তা তোমরা নিঃসন্দেহে আমাদের মসজিদসমূহে পালন করতে পার এবং যা প্রতিমাপূজার অংশ, শির্কের অংশ তা অবশ্যই মসজিদের বাহিরে গিয়ে করতে হবে। এ শর্ত সাপেক্ষে যে কোন ধর্মের অনুসারী আমাদের মসজিদে এসে ইবাদত করতে পারে। মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে নিশ্চিতরূপে শির্ক বা অংশীবাদিতার কোন স্থান নেই। وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ্ কেবল আল্লাহ্র জন্য, এগুলো নির্মাণের উদ্দেশ্য এক খোদার ইবাদতের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়া। এটি আল্লাহ্ তা'লার ঘর আর আল্লাহ্ তা'লাই বলেছেন, ইবাদতের জন্য যদি আমার ঘরে আস তবে শুধু আমারই ইবাদত কর এবং আমার শিক্ষা মেনে চল। এর পূর্ববর্তী আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা এক ও অদ্বিতীয় সত্তা এবং তাঁকে ছেড়ে যারা দূরে যাবে তারা শাস্তি পাবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভূত হওয়ার পর তো এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন তাঁর একত্ববাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবেন আর মসজিদ হল সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটি মাধ্যম। এখন শুধুমাত্র মসজিদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ ও সত্যতা বিস্তার লাভ করবে।

অতএব সেই সকল লোক যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবীদার এবং আমরা যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগমনকারী তাঁর নিষ্ঠাবান দাসের জামাতভূক্ত বলে দাবী করি, এখন আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটিই হওয়া উচিত, একনিষ্ঠভাবে এক খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে আসা যেন মানসম্মত ইবাদত হয় এবং খোদা তা'লার সাথে এক জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর একই সাথে আমরা যেন সত্যের এই আলোকে জগতময় বিস্তারের কারণ হতে পারি। অতএব যেহেতু আমাদেরকে সত্যের আলোকে জগতে বিস্তৃত করতে হবে তাই কেবল বাহ্যিক ইবাদতের দাবী করাই যথেষ্ট হবে না বরং এ আলোতে নিজেকেও আলোকিত করতে হবে।

আমি সূরা আ'রাফের দ্বিতীয় যে আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ যেক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-কে প্রদান করা হয়েছে সেখানে এটি প্রত্যেক প্রকৃত মু'মিনের জন্যও প্রযোজ্য যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে।

অতএব এখানে সর্বপ্রথম এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ রয়েছে, আমরাই তারা যাদেরকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, অধিকার প্রদান, সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের ঊর্ধ্বে থাকা এবং তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যাদের অবস্থা এরূপ হয়, তারাই খোদা তা'লার দিকে পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে তার প্রকৃত ইবাদত করে থাকে। অতএব পবিত্র হৃদয়ের ব্যক্তিরাই প্রকৃত অর্থে ইবাদত করে থাকে। যাদের স্বভাবে পুণ্য, পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতা নেই তারা না বান্দার অধিকার প্রদান করে আর না-ই আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করে। এক ক্ষেত্রে যদি ভাল

ও ন্যায়পরায়ণ হয় তবে অন্য বিষয়ে এসব লোকদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব তাক্বওয়া-ই সুবিচার প্রতিষ্ঠা আর তাক্বওয়া-ই আল্লাহ্ তা'লার দিকে পূর্ণ মনোযোগ প্রদানের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং একমাত্র তাক্বওয়াই ইবাদতের দায়িত্ব পালনে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামাযের সময় যখন মসজিদ অভিমুখী হও তখন যদি কোন মানবিক কারণে জাগতিকতা বা তোমাদের ব্যক্তি স্বার্থ তোমাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তখন নামাযের আহ্বানের সাথে সাথেই তোমাদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের প্রতি নিবদ্ধ হওয়া উচিত আর তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দাদের শ্রেণীভূক্ত করা উচিত। নতুবা এসব ইবাদত বিফল, অথবা মসজিদে আগমন নিরর্থক। অতএব যেক্ষেত্রে পূর্ণ আনুগত্যের সাথে খোদা তা'লাকে আহ্বান করার আদেশ রয়েছে সেক্ষেত্রে ইবাদতের উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে যে ঐশী নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলো অনুসরণের শর্তও জুড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীও মেনে চলতে হবে, আমল করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং তাক্বওয়া এ দু'টি বিষয়ই আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করে এবং এ সবকিছুই অবশেষে এক বান্দাকে খোদা তা'লার ইবাদতকারী বান্দার সম্মান প্রদান করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ। অর্থাৎ তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবে তোমাদের মৃত্যুর পর তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফেরত যাবে। মানুষের স্মরণ রাখা উচিত, এ জগতের কৃতকর্ম পরকালের পুরস্কার বা শাস্তির কারণ হবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের দৈহিক সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর এবং জীবন – এ বিষয়ের প্রতি তোমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা উচিত যে, মৃত্যুর পরের জীবনেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার মধ্য দিয়ে আত্মাকে অতিক্রম করতে হবে। অতএব উক্ত পারলৌকিক জীবন এবং আত্মার সঠিক ও উত্তম লালন পালনের জন্য নিজের জাগতিক কর্মসমূহ সম্পর্কে ভাব। আর এটি তখনিই সম্ভব যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা হয়, নিজের ইবাদতগুলোকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উৎসর্গ করা হয়, তাঁর নির্দেশাবলী পুরোপুরী মানার চেষ্টা করে আর ইবাদতের সময় যদি এ চেতনা থাকে যে, খোদা তা'লার সামনে দাঁড়ানো আছি। আর বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোসংযোগপূর্বক ইবাদতই আমাকে এ জগতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপাভাজন করবে এবং পরকালেও। খাঁটি ইবাদত কীভাবে হতে পারে, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কেমন চিত্র মাথায় থাকায় উচিত এ মর্মে এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'বড় কথা হলো, পবিত্র কুরআনে লিখা আছে 'মুখলেসীনা লাহুদ্বীন' অর্থাৎ পুরো আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে খোদাকে স্মরণ করা উচিত আর তাঁর অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা উচিত'। আল্লাহ্ তা'লার অগণিত অনুগ্রহ রয়েছে মানুষের প্রতি। বিশেষ করে যারা এখানে বসবাস করছে, তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা পাচ্ছে আর জাগতিক ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার অনেক কৃপা ও অনুগ্রহ তাদের উপর রয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, **'এই অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা দরকার। নিষ্ঠা থাকা উচিত এবং এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, খোদা আমাকে দেখছেন। তাঁর প্রতি এমনভাবে মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁকেই একমাত্র প্রভু ও কর্মবিধায়ক জ্ঞান করা হচ্ছে। ইবাদত সংক্রান্ত নীতির সার বিষয় হল, এমনভাবে দন্ডায়মান হওয়া যেন সে খোদাকে দেখছে বা খোদা তাকে দেখছেন। সকল প্রকার নোংরামী ও অংশীবাদিতা**

থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া, তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতিপালন বৈশিষ্ট্য মাথায় রাখা উচিত। দোয়ায়ে মাসুরা (মহানবীর শিখানো দোয়া) **এবং অন্যান্য দোয়ার মাধমে খোদা তা'লার কাছে অজস্র ধারায় আকুতি মিনতি করা উচিত। অধিক হারে তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত। আর বার বার নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করা উচিত যেন আত্মশুদ্ধি লাভ হয়, খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁর ভালবাসায় বিলীন হওয়া যায়'**। অতএব এটি সেই অবস্থা যা এক মু'মিনকে নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত আর মসজিদ এ অবস্থা সৃষ্টির এবং একথা স্মরণ করানোর সর্বোত্তম মাধ্যম।

অতএব আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মসজিদ নির্মাণের কারণে আমাদের দায়িত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেল। যেখানে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ্ পালন করতে হবে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ পালনের প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। পূর্বের চেয়ে অধিক মানোযোগ দিতে হবে নতুবা মুখলেসীনা লাহ্‌দ্বীন এর উপর আমরা আমলকারী সাব্যস্ত হবো না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **'এটি এমন এক যুগ! যখন লোক দেখানো, আত্মশ্লাঘা, স্বার্থপরতা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, অহম ও প্রভৃতি নীচ অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে। আর মুখলেসিনা লাহ্‌দ্বীন প্রভৃত্তি উত্তম গুণাবলী হিসেবে যা ছিল তা হারিয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর এবং তাঁর নিকট সমর্পণ প্রভৃতি গুণাবলী বিলুপ্ত প্রায়'**। অর্থাৎ জাগতিকতার উপর নির্ভরতা ও অহংকার-অহমিকা ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা কম, বরং অন্যান্য খোদার প্রতি অধিক মনোযোগ দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'লা যে প্রকৃত রব বা প্রতিপালক সে দিকে মনোযোগ অতি সামান্য। ইবাদতের দায়িত্ব পালন করা হয় না। যে কাজ আল্লাহ্ তা'লা সোপর্দ করেছেন, যেসব নেককর্মের তিনি আদেশ দিয়েছেন তার প্রতি একেবারেই মনোযোগ দিচ্ছে না। তিনি (আ.) বলেন, **'তাহলে এমন মানুষ মুখলেসিনা লাহ্‌দ্বীন কীভাবে হতে পারে?** কীভাবে এ অধিকার প্রদান করতে পারে? তিনি বলেন, **'খোদার ইচ্ছা হচ্ছে, এখন এর বীজ বপন করা'**। অর্থাৎ এসব সৎকাজের বীজ বপন। এর অর্থ কি বা এটি কীভাবে বাস্তবায়িত হলো? এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন।

অতএব আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কের দাবী করি তখন জাগতিকতা পরিহার করে আমাদের খাঁটি হতে হবে তবেই আমাদের মসজিদ নির্মাণ সার্থক হবে। ইবাদতের পাশাপাশি নিজেদের কর্মের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে যে নিজেকে গড়ে তুলবে সে-ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাক্য **'খোদা তা'লা চান এখন এ সবের (এসব গুণাবলী) বীজ বপিত হোক'** এ বাক্য কেবল কিছু শব্দের সমাহার নয় বরং মানব প্রকৃতিতে এ বিপ্লব এরূপ বীজ বপনের ফলেই হয়েছে। আজ হতে ১২৩ বছর পূর্বে যে বীজ বপন করা হয়েছিল তার ফলেই লক্ষ লক্ষ পুণ্যাত্মার সৃষ্টি হয়েছে, এসব পুণ্যবান বান্দারূপী ফল তাঁকে দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার এ ব্যবহার আজও অব্যাহত রয়েছে। জামাতে যারা নতুন যোগ দিচ্ছে তাদের শুধু একটিই চিন্তা কীভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে, কীভাবে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং কীভাবে ইবাদতের মান উন্নত করা যায়। আর কীভাবে (ইবাদতের) উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়া যায়, যার ফলে বান্দা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে? আমার সামনে এখন যারা বসে আছেন তাদের অধিকাংশের পিতা বা পিতামহ আহমদী হয়েছেন, তাঁরা খোদার অভিপ্রায় বুঝে

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই এসব পূণ্যাত্মাদের ইবাদতকে যদি আরো ফলপ্রদ করতে হয় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, তারা শুধু আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিতই রাখবে না বরং তা আরো দৃঢ় করার চেষ্টা করবে। এটিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতকে অন্যদের মাঝে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করবে। নতুবা বাহ্যিক নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত করার কথা তো অনেকেই বলে থাকে আমাদের ও অন্যদের মধ্যে পার্থক তখনই প্রকাশ পাবে যদি আমাদের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় আর জাগতিক বিষয়েও আমরা খোদার সন্তুটির সন্ধানে থাকি। আর তাহলেই মসজিদে গিয়ে ইবাদত করার সময়ও আমাদের দৃষ্টি খোদার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে আর পুরো আনুগত্যের চেতনায় তাঁকে ডাকতে পারবো। নামায পড়ার সময় আমাদের মন ব্যবসা-বাণিজ্যে পড়ে থাকবে না, চাকরির প্রতি যাবে না, পার্থিব কামনা-বাসনার পিছনে ছুটবে না, অন্য কারো কাছ থেকে জাগতিক প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে না বরং সব কিছু খোদার হাতে সোপর্দ করে তাঁরই সমীপে বিনত হতে পারবো। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করতে করতে পারি। আল্লাহ্র সেসব নির্দেশ পালনকারী হই যা তিনি পবিত্র কুরআনে আমাদের দিয়েছেন। আমরা যেন পুণ্যকাজে অগ্রগামী হই এবং তাক্বওয়ায় উন্নতি লাভ করি। পাপ ও অত্যাচার এড়িয়ে চলি এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদ করি, শুধু এড়িয়ে চলাই নয় বরং এর বিরুদ্ধে যেন আমরা সংগ্রাম করি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (সূরা আল্ মায়েদা: ৩) অর্থাৎ আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাঁধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ইসলামের বিরুদ্ধে আজ এ আপত্তি করা হয় যে, এটি কট্টরপন্থী এবং যুদ্ধংদেহী ধর্ম আর বল প্রয়োগ ও তরবারীর বলে প্রসার লাভ করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। ইসলাম বিরোধী সকল ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে ইসলাম তরবারী উঠিয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিরও আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে অপনোদন করেছেন। আয়াতের এ অংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাগণ– যাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, যাদের ইবাদত শুধু খোদার উদ্দেশ্যে হয়, শত্রুর বিপক্ষে তাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত যেন কোনভাবেই তাদের উপর অত্যাচার না হয়। যারা অত্যাচার করেছে তার জবাবেও বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।

অতএব একজন মুসলমান, যে প্রকৃত বিশ্বাসী, যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি চায়, সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে আপনপর সবার সাথে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং গুনাহ্ ও সীমাতিক্রম অপছন্দ করে, সে কখনো এমন কাজে সাহায্য করতে পারে না কেননা এটি তাক্বওয়া পরিপন্থী। এটি নিজের ইবাদতসমূহ্ নষ্ট করার সমতুল্য। যে নামায পুণ্যকর্মের প্রতিবন্ধক হচ্ছে, সীমাতিক্রম মূলক কাজে মদদ যোগাচ্ছে যা তাক্বওয়া শূন্য এবং লোক দেখানো, আল্লাহ্র কাছে এসব নামায ও ইবাদতের কোন মূল্য ও তাৎপর্য নেই। এমন নামাযীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা

বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ অর্থাৎ এমন নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ। আমরা যারা যুগের ইমামকে মেনে ইসলামের বিধি-নিষেধের উপর চলার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি, আমাদের কারো কাছে এটি আশা করা যায় না যে, সে মসজিদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদতের জন্য আসবে কিন্তু পাপ ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে যাবে। অতএব এখানে বসবাসকারী আহমদীদের এসব অঞ্চলের লোকদের ভুল ধারণা দূর করতে হবে। মসজিদ নির্মাণের ফলে তবলীগের পথ যেমন সুগম হয়, তেমনি বিরোধিতাও বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা এজন্য হয় যে, তাদের আলেমরা আহমদীয়াতের ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরে থাকে। বলা হয়, আহমদীরা (নাউযুবিল্লাহ্) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খতমে নবুয়ত পদমর্যাদাকে কুক্ষিগত করেছে। অথচ আহমদীরা সর্বদা ঘোষণা করে থাকে, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন মর্যাদায় সর্বাধিক বিশ্বাসী। তাঁর (সা.) খাঁটি প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এর সঠিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেছেন। যাহোক আমাদেরকে মুসলমানদের বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়। অনুরূপভাবে স্থানীয় অমুসলমানরা তাদের মাথায় ইসলাম সম্পর্কে লালিত ভুল ধারণার কারণে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করে। কিছু লোক এমনও আছে যারা এমনিতেই বিদেশীদের বিরোধী, তাদের পক্ষ থেকেও বাড়াবাড়ি হয়। আমরা সবদিক থেকেই অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকি।

পরশু রাতেও এখানে মসজিদের দেয়ালে যে অশালীন কথা লেখা হয়েছে বা রং ইত্যাদি ফেলে নোংরা করার চেষ্টা করা হয়েছে এটি সেই শত্রুতারই বহিঃপ্রকাশ যা আমাদের বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে অমুসলমানদের হৃদয়ে রয়েছে। তাই আমাদেরকে সব ধরনের মানুষের দ্বিধাদন্দ দূর করতে হবে। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের ইবাদত সমূহ্ খাঁটি ভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। যখন আমরা মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করব। অনুরূপভাবে আমাদেরকে এটিও স্মরণ রাখতে হবে, পুণ্য ও তাক্বওয়াতে অগ্রগামী হবার জন্য পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাঝেই জামাতের মঙ্গল নিহিত। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন সুমধুর বানানো প্রয়োজন যেন সবাই দেখে বলে যে, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জামাতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব। বাজামাত নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসার নির্দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, নেতৃত্বের অধীনে একতাবদ্ধ জামাত সামনে আনা আর সবাই যেন এক সত্তায় পরিণত হয়, পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং মনোমালিন্য দূর হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, **'দুর্বল ভাইদের সাহায্য করা আর তাদের শক্তি যোগানে, রীতি ও নীতি হওয়া চাই। এটি কতই না অশোভনীয় বিষয়-দুই ভাইয়ের, একজন সাঁতার জানে অপর জন জানে না। দ্বিতীয় জনকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করা কি প্রথম জনের দায়িত্ব নয়! নাকি সে তাকে ডুবতে দিবে? তাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করাই তার জন্য আবশ্যক। এ জন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,** تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (সূরা আল্ মায়েদা: ৩)। **দুর্বল ভাইদের বোঝা বহন কর। ব্যবহারিক জীবনে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ও আর্থিক দুর্বলতায় তাদের সহমর্মি হও। শারীরিক দুর্বলতা সমূহেরও চিকিৎসা কর। যতক্ষণ দুর্বলদেরকে শক্তিশালীরা শক্তি না যোগাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত, জামাত আখ্যা পেতে পারে না। এর উপায় হল, দুর্বলতা ঢেকে রাখা। সাহাবাদের এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে- কোন নও মুসলিমের দুর্বলতা দেখে ব্যঙ্গ করবে না। কেননা তোমরাও এমনই দুর্বল ছিলে। একইভাবে**

বড়দের জন্য আবশ্যক হল, ছোটদের সেবা করা আর ভালবাসা ও স্নেহসূলভ আচরণ প্রদর্শন করা'।

তিনি (আ.) আবার বলেন, **'দেখ! সেই জামাত জামাত হতে পারে না যাদের একে অন্যের কুৎসা করে আর যখন চারজন মিলে বসে তখন একজন তার গরীব ভাইয়ের কুৎসা ও সমালোচনা করবে, দুর্বল ও গরীবদের অসম্মান করবে আর তাদের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে। এমনটি কখনো হওয়া উচিত নয় বরং জামাতবদ্ধ হবার সুবাদে শক্তি ও ঐক্য পরিলক্ষিত হওয়া চাই যার ফলে ভালবাসা ও বরকত সৃষ্টি হয়। কেন চারিত্রিক শক্তিকে ব্যাপকতর করা হয় না? যদি সহমর্মিতা, ভালবাসা, ক্ষমা ও দয়াকে সার্বজনীন করা হয় আর সমস্ত অভ্যাসের উপর দয়া, সহমর্মিতা ও দোষত্রুটি গোপন করাকে অগ্রগণ্য জ্ঞান করা হয় তাহলে ছোট ছোট বিষয়ে এত কঠোর ভাবে ধৃত করা উচিত নয় যা লোকদের মনোকষ্ট ও মর্মপীড়ার কারণ হয়। পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং পরস্পরের দুর্বলতা সমূহ ঢেকে রাখার সুবাদেই জামাত গড়ে উঠে। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সবাই এক সত্তায় পরিণত হয়ে একে অন্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হয় আর পরস্পরকে আপন ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করে। খোদা তা'লা সাহাবীদেরকেও এই রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়েছেন। তারা যদি স্বর্ণের পাহাড়ও খরচ করত তবুও এই ভ্রাতৃত্ব তারা পেতেন না যা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে তারা পেয়েছেন। এই ভিত্তির উপরেই খোদা তা'লা এ জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর এখানেও এমন ভ্রাতৃত্বই প্রতিষ্ঠা করবেন'।**

অতএব এই বিপ্লব আনয়নের জন্যই, খোদাভীতিকে জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী রহমান খোদার প্রিয় দাসদের একনিষ্ঠ দল সৃষ্টি করার জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন । কাজেই আমাদের আনন্দ কেবল মসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং ধর্মের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে প্রকৃত বান্দা হবার মাঝে নিহিত। এই বস্তুবাদিতার যুগে যখন কিনা চর্তুদিকে মানুষ বৈষয়িক স্বার্থে জাগতিকতার পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে তখন এই সম্মান অর্জন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ করবে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আজকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে। যেখানে অমুসলমানরাও ইসলাম গ্রহণ করে রহমান আল্লাহ্‌র দাসত্ব বরণ করছে সেখানে মুসলমানরাও বিদাত মুক্ত হয়ে প্রকৃত ইসলাম অনুধাবন করছেন আর তাঁর হাতে বয়আত করছেন। আমি প্রারম্ভেই বলেছি, প্রকৃত ইসলাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধিত্বে উপস্থাপন করছেন।

গত পরশুর ডাকে যেসব চিঠি পত্র এসেছে তাতে আমি একটি পত্র দেখছিলাম যা ছিল একজন উজবেক আহমদীর। কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার অবস্থায় পরিবর্তন এনেছেন সেকথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা, কীভাবে পুণ্যবানদেরকে জামাতভূক্ত আর বিদাতমুক্ত করছে এটি তারই বিবরণ।

তিনি উজবেক ভাষায় যা লিখেন তার অনুবাদ হল- যেই জীবন আমরা এখন অতিবাহিত করছি তাতে এমন কিছু বিষয় ঘটছে যা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি অনবহিত ছিলাম। অদ্যবধি না এমন কথা শুনেছি না জানতে পেরেছি। উদাহরণ স্বরূপ মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে কুরআনখানী করা (তাদের সমাজের বিদাতের কথা উল্লেখ করছেন) অথবা ঈসা (আ.)-কে মৃত মনে করা ইত্যাদী। কিন্তু ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব পুস্তক অধ্যয়ন করেছি

অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়েছি যার মাত্র কয়েকটি উযবেক ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

তিনি বলছেন, যখন আমরা বই পড়ছিলাম তখন মনে হলো আমাদের অন্তরাত্মায় আলো প্রবেশ করে আমাদের শক্তি যোগাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সেই পুস্তকগুলো পাঠের পর আমাদের বিশ্বাস জন্মালো যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। আপনার সমীপে দোয়ার আবেদন করছি, দোয়া করবেন জামাত থেকে যে ঐশী শক্তি এবং জ্যোতি লাভ করেছি তা যেন আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে যায়।

তিনি আরো লিখেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ যে, পূর্বের বিদাতে কলুষিত জীবন থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু যদি আপনি (তিনি তার নিজ গ্রাম সম্পর্কে আরো লিখেন) আমাদের গ্রামের অলি-গলিতে বের হন তাহলে সেখানে এসকল বেদাতে নিমজ্জিত লোকদের দেখতে পাবেন।

দেখুন নবাগতরা কত প্রশংসনীয়ভাবে পূর্বের বিদাত থেকে মুক্ত হচ্ছে তাই আমাদেরকেও বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, এখানে অনেক বুযর্গদের সন্তানরা আছেন তাদের বেদাতকে পরিত্যাগ করা উচিত। কুপ্রথা পরিহার করুন। শুধু যুগের প্রবাহে বয়ে যাবেন না। নয়তো এই নবাগতরা সম্মুখে এগিয়ে যাবে (আপনারা পিছিয়ে থাকবেন)।

আরটিকো বংশের ৬৮ বছর বয়স্ক রাসূল জান নামের ব্যক্তি লিখেন, আমাদের পুরো পরিবার এই বিশ্বাস স্থাপন করছি যে, মসীহ্ মওউদ এসে গেছেন আর আমাদের ইচ্ছা, আমাদেরকে যেন সাক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর সেই সাথে আমরা আপনার কাছে এ আবেদনও করছি, দোয়া করুন যেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ইসলামের আলেম এবং মুসলমান ডাক্তার সৃষ্টি করেন। হ্যাঁ! তাদের দেশে ডাক্তারেরও ঘাটতি আছে। কিন্তু নামধারী উলামাতো এখনো তাদের কাছে আছে, তিনি সেই প্রকৃত আলেম সৃষ্টির জন্য দোয়ার আবেদন করছেন যারা রহমান খোদার প্রকৃত দাস হবে যারা সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মান্যকারী হবে। তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব সূচারুরূপে পালনকারী হবে ।

একোনসা কটো সাহেব সম্পর্কে সেখানকার মুবাল্লেগ লিখেন, তিনি আহমদীয়াতের চরম বিরোধী ছিলেন। প্রথমে তার ছেলে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর তিনি বিরোধিতা করতে থাকেন বরং তাকে শাসাতে থাকে যে, তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিব। কিন্তু ২০০৮ সালের খিলাফত জুবিলীর জলসায় তিনি কোনভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। আর এই জলসা তার উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তিনি বয়আত করে ফেলেন। মুবাল্লেগ লিখেন, তিনি এখন এতই নিবেদিত প্রাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে মহানবীর প্রতি প্রেমের কারণে এক অসাধারণ ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে যখন আমাদের সাথে বাহাস হত তাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভয়াবহ ঘৃণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু এখন অবস্থা পাল্টে গেছে আর সৈয়দনা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখেন এবং তাঁর জন্য নিবেদিত। প্রথম দিকে যখন তাকে জামাতী বই-পুস্তক দিতাম তখন তিনি অনেক আপত্তি করতেন আর বর্তমান অবস্থা এমন যে, তিন বলেন, 'ইসলামী নীতি দর্শন' (উজবেক অনুবাদ) প্রথমে আমি একবার পাঠ করি এবং উপভোগ করি, দ্বিতীয়বার পাঠ করে আমি আরো আনন্দ পাই। এখন আমি তৃতীয়বার পড়ছি অধিক আনন্দ পাচ্ছি।

অতএব এই হল নতুন আগমনকারীদের ঈমানের চিত্র। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা উন্নতি করেই চলছে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে মিনতি করছি, সেই সময় অচিরেই আসুক যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামকে এখানেও পূর্ণ হতে দেখব আর বালুকণার ন্যায় এখানে আহমদী যেন আমাদের চোখে পড়ে। (এটিও তদানিন্তন রাশিয়ার একটি দেশ)

অতএব এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবী অবহিত হচ্ছে। এটি সেই এলাকা যেখানে আমাদের মসজিদ নেই বরং প্রকাশ্যে তবলীগেরও অনুমতি নেই, আর আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরাও সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়াকে গ্রহণ করে জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ থেকেই লোকদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হচ্ছে। আর আহমদীয়াতের বিজয়ও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা দোয়ার মাধ্যমেই হবে।

আমাদের যারা পৃথিবীর এসব দেশে অর্থাৎ পশ্চিমা দেশে বসবাস করে, যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতাও আছে আর ইবাদতেও কোন বাঁধা নেই— তাদের উচিত এসব দেশে বসবাসকারীদের জন্য দোয়া করা। যেসব রাশিয়ান দেশের কথা আমি উল্লেখ করেছি এছাড়া আরও কয়েকটি মুসলমান দেশেও আমাদেরকে স্বাধীনভাবে তবলীগের অনুমতি দেয়া হয় না, আল্লাহ্ তা'লা এসব নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করুন আর তারাও যেন স্বাধীনভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। যেন নিজেদের মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। এখানে আমি এসব দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখানকার কাউন্সিলের আইন প্রতিবেশীদের এই স্থায়ী অনুমতি দিয়ে রেখেছে যে, যদি তারা চায় তাহলে যেকোন নির্মাণ কাজে বাঁধা দিতে পারবে। এখানকার মসজিদ নির্মাণের সময়ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে প্রথমে অনুমতি পাবার পরপরই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় আর এ কারণে মসজিদ নির্মাণে কিছুটা বিলম্বও হয়েছে, অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আমি মনে করি, আল্লাহ্ তা'লা এখানকার আহমদীদের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং শুনেছেন। এই মামলা আদালত পর্যন্ড় গড়ালে আদালতে আমাদের পক্ষে রায় প্রদান করা হয় বরং মামলার সমস্ত ব্যয়ভারও কাউন্সিলকে বহন করতে হয়েছে।

অতএব এভাবে এখানকার আহমদীরা আদালত থেকে সুবিচার পেয়েছে। তাই আহমদীদেরকে আদালতের প্রতিও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিও এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কাছে অধিক বিনত হওয়া প্রয়োজন। এই মসজিদের সংক্রান্ড় দায়িত্ব পালন করা উচিত। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা হিসেবে নিয়মিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে সবসময় মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নামাযীদের আসা উচিত।

একটি হাদীসে এসেছে। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, ফিরিশ্তাগণ তোমাদের প্রত্যেক সে ব্যক্তির জন্য দোয়ায় রত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের নামাযের স্থানে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি নামায পড়ে ফিরিশ্তারা তার ব্যাপারে বলে, হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি করুণা কর। তারা কতই না সৌভাগ্যশালী যাদের জন্য ফিরিশ্তারা দোয়া করে। আর তাদের দোয়ার পাশাপাশি এমন লোকদের নিজেদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণের কারণ হয়। যে খোদা তা'লার ক্ষমা ও করুণা লাভ করেছে তার আর কী চাই। যারা আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার পাত্র হয় খোদা আমাদেরকেও তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন।

পরিশেষে মসজিদের নির্মাণ সম্পর্কে আমাকে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাও সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। কীভাবে মসজিদ তৈরী হয়েছে এবং অফিস ভবনের নকশা কীভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে তা প্রারম্ভে কিছুটা বর্ণনা করেছি। এর ক্রয় ও নির্মাণ বাবত প্রায় নয় লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। আমার ধারণা আল্লাহ্ তা'লার কৃপার হন্সলোর দু'টি জামাতই বেশীরভাগ ব্যয় নির্বাহ করেছে। আঞ্চলিক অন্যান্য জামাতও হয়ত চাঁদা দিয়ে থাকবে। যদি শুধু হন্সলো ও ফ্যালথাম জামাতের সংখ্যা গণনা করা হয় তাহলে এই জামাতে দু'শতাধিক চাঁদা দাতা রয়েছেন। এই জামাত দু'টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ছয়শত। তারা এই ব্যয় নির্বাহ করে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যদি রিজিওনকেও হিসাবে ধরা করা হয় তাহলে চাঁদা দাতার সংখ্যা সর্বোচ্চ চারশত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি অনেক বড় অংক। এ জামাতগুলো আল্লাহ্‌র কৃপায় অনেক বড় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানীকে গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা দান করুন। বিশেষ ভাবে ছয়জন এমন সদস্য আছেন যারা বেশ মোটা অংকের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তারা প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার পাউন্ড দিয়েছেন। একজন লক্ষাধিক পাউন্ড দিয়েছেন। অন্যান্যরা বিশ হাজার থেকে নিয়ে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ধন ও জনসম্পদে প্রভূত বরকত দিন।

পরিশেষে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে বলছি, মসজিদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব দশ, বিশ, পঞ্চাশ বা লক্ষ টাকা প্রদান করলেই পালিত হয় না। এ উদ্দেশ্য কখনো এভাবে অর্জিত হবে না। প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে তা আবাদ করার মাধমে। আর তা কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই আবাদ করতে হবে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসজিদ থেকে বাইরে বের হলেও সেই ইবাদতের প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়া চাই অর্থাৎ খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করুন। সৎকর্ম এবং তাক্বওয়ায় অগ্রগামী হোন। এটি যদি হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত সার্থক হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ দান করুন। দোয়ার আহবান জানাচ্ছি, পাকিস্তানে আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত অঘটনতো ঘটছেনই। ইন্ডিয়ার হায়দ্রাবাদ দক্ষিণেও আমাদের মসজিদের প্রতি অন্যদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছে এবং তারা তা জবর দখল করার পায়তারা করছে। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক আর তাদের হৈ-হুল্লোড় শাসক গোষ্ঠীকেও প্রভাবিত করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অশুভ পায়তারা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)